দৈনিক খবর

তারিখ ... 26 JAN 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

ভার্সিটি ও কলেজ পাঠ্য বই প্রণয়নে কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সেল হচ্ছে

॥ মাহফুজুর রহমান ॥

দেশের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠক্রম ও পাঠসূচীকে যথাসম্ভব সমনয়ের মাধ্যমে সকল বিষয়ে মান সম্পন্ন পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে একটি কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সেল করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষকে দেয়া এক চিঠিতে কমিশনের এ চিন্তা-

২-এর পাতায় দেখুন

পাঠ্যবই প্রণয়নে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভাবনার কথা জানিয়েছে এবং এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে আলোচনা করতে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের এক সভা আহবান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সম্বোধন করে লেখা এ চিঠিতে বলা হয়, 'বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠক্রম ও পাঠসূচী মোতাবেক বিক্ষিপ্তভাবে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হচ্ছে। এতে করে একই বিষয়ে শ্রম ও অর্থব্যয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এ ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে সমনয় করে সকল বিষয়ে মান সম্পন্ন পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।'

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক প্রকাশের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশনা শাখা রয়েছে। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রকাশনার কোন ব্যবস্থা নেই। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকের বইও ছাপা হয় বাইরের প্রকাশনা সংস্থা থেকে। বাংলা একাডেমী কিছু বই প্রকাশ করে। তবে সেক্ষেত্রে মানের দিকটি কড়াকড়িভাবে দেখা হয় এবং সেখানে ছাপার সুযোগ না পেয়ে তা বাইরের প্রকাশককে দিয়ে ছাপা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠক্রম ও পাঠসূচী প্রণয়নের বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী কম মান সম্পন্ন বইও রেফারেন্স বই হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

জানা গেছে, বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বিষয়ের টেক্সট বই প্রায় এক। বিশেষতঃ বিজ্ঞানেরদ বিভিন্ন বইয়ের পাঠসূচী প্রায় অভিন্ন কিন্তু এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে কোন একক প্রকাশনা সংস্থা বা সেল না থাকায় একই বই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে লেখা ও ছাপা হচ্ছে। ফলে এ জন্য ব্যয়িত শ্রম ও অর্থের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। ইউজিসি-এ শ্রম ও অর্থের এ অপচয় রোধ করে সকল বিষয়ে মানসম্পন্ন পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের কথা ভাববে। এ ক্ষেত্রে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও পাঠসূচী যথাসম্ভব অভিন্ন করে টেক্সট বইয়ের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ ও মানসম্পন্ন রেফারেন্স বইও প্রকাশের চিন্তা-ভাবনা করছে। এটা করা সম্ভব হলে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পৃথক প্রকাশনা শাখা, ব্যবস্থাপনা, অর্থ প্রভৃতির প্রয়োজন হবে না এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য বইয়ের সংখ্যা বাড়বে।

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ

উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠ্য পুস্তক প্রসঙ্গে মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে একটি 'কেন্দ্রীয় প্রকাশনা কেন্দ্র' স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়।

সুপারিশে বলা হয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্য ও ব্যবহারের উপযোগী পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের জন্য জাতীয় পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের মত কোন একটি সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব করি না। ইতিমধ্যে বাংলা একাডেমীকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং বাংলা একাডেমী এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। উন্নতমানের পুস্তকের জন্য যথাযথ আর্থিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও লেখকদের উচ্চস্তরের পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করতে হবে। এ জন্য একটি 'কেন্দ্রীয় প্রকাশনা কেন্দ্র' স্থাপন করা যেতে পারে। সুলভ মূল্যে পাওয়ার জন্য বিদেশের প্রয়োজনীয় ভালো বই চুক্তি সাপেক্ষে এ কেন্দ্রে পুনর্মুদ্রন করা যেতে পারে।